দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... AUG 10 2006 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪ .....

কাপাসিয়ায় বাল্যবিবাহ বাড়ছে ॥ বহু ছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

॥ এম আসাদুজ্জামান সাদ, কাপাসিয়া (গাজীপুর) ॥

অর্থনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক কারণে উপজেলায় বাল্যবিবাহ বাড়ছে। ফলে অসংখ্য ছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বাল্য বিবাহ একটি অভিশাপ। বাল্যবিবাহের কারণে অস্বচ্ছল পরিবারের মেধাবী ছাত্রীরা শিক্ষা সমাপ্ত না করেই সংসার জীবনে পদার্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে অপরিণত মেয়েটি মা হতে গিয়ে মৃত্যু ঝুঁকিতে পরে। সন্তানের যত্ন ঠিকমত নিতে পারে না। শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়ায় জাতি একজন ভাল মা থেকে বঞ্চিত হয়। সাংসারিক বুদ্ধি-বিবেচনা না থাকায় পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে। বাল্যবিবাহ বন্ধে কঠোর আইন থাকলেও উপজেলায় বাল্যবিবাহ বাড়ছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, কাপাসিয়ায় ২০০৫ সালে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ৭৮৫ জন ছাত্রী উপবৃত্তি থেকে বাদ পড়ে। এর মধ্যে বিবাহ হওয়ায় বাদ পড়েছে ২৫৭ জন ছাত্রী। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ৩৩ জন, ৭ম শ্রেণীর ৫১ জন, ৮ম শ্রেণীর ৪১ জন, ৯ম শ্রেণীর ৮৮ জন এবং ১০ম শ্রেণীর ৪৪ জন ছাত্রীর বিয়ে দেয়া হয়। ফলে তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। মেধাবী ছাত্রীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রী সংকটে পড়ছে। অপচয় হচ্ছে উপবৃত্তির টাকা। অপরদিকে উপবৃত্তি পায়নি কিন্তু বিয়ে হচ্ছে এমন ছাত্রীর সংখ্যাও একেবারে কম নয়। এছাড়া বিভিন্ন (১৬শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

কাপাসিয়ায় বাল্য

(তৃতীয় পৃঃ পর)

কারণে শিক্ষা নিতে পারেনি এমন মেয়ের সংখ্যাও কম নয় যাদের অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া হচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অভিভাবকগণ বখাটে ছেলেদের উৎপাত থেকে বাঁচতে, মেয়ের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, হঠাৎ ভালো পাত্রের সন্ধান পেয়ে যাবার কারণে, আবার মৃত্যুপথযাত্রী কোন গুরুজনের সন্তুষ্টির জন্য নিজের মেয়েকে অপরিণত বয়সে বিয়ে দেয়। গরীব ও অসচ্ছল অনেক পরিবার এখনো মেয়েদের বোঝা মনে করে। দারিদ্র্যতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে সংসারের ব্যয় কমাতে, কন্যাদায় মুক্ত হতে, অপরিণত বয়সে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। উপজেলার কাজীগণ বিয়ে রেজিষ্ট্রি করার সময় কনের বয়স যাচাই করার প্রয়োজনবোধ করে না। বাল্যবিবাহ রোধে উপজেলার মানবাধিকার কর্মী আতাউর রহমান বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়ে ভর্তির সময়ে লেখাপাড়া শেষ না করে বিয়ে দেবে না মর্মে লিখিত অঙ্গিকার নেয়া যায়, কোন ছাত্রীর বিয়ে হলে শিক্ষকগণ বাধা দিতে পারেন, অভিভাবককে বোঝাতে পারেন, প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। তবে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতার